দৈনিক বাংলা

তারিখ 26/1/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

038

পথের পাঁচালি

গাড়িঘোড়া চড়ে যে লেখাপড়া করে সে

হোসনে আরা শাহেদ

প্রতি বছরের মতোন এবছরও জানুয়ারীতে অভিভাবকদের নাভিশ্বাস উঠছে, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি নিয়ে মহা হুজ্জত ও পেরেশানি চলছে। বিদ্যালয়ে ভর্তি-প্রার্থী শিক্ষার্থীদের বাবা-মায়ের যাতনা বোধহয় ইহ জনমে শেষ হওয়ার না, যদিও প্রত্যেক বছরই আশা করা হয় আসছে বছর থেকে বুঝি এতোটা হয়রানি হবে না।

এমন প্রত্যাশায় ভরা প্রার্থনা পূরণ হয় না, কেননা একটি বছর অন্তে ভর্তি প্রার্থী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও এ দেশের স্কুলের সংখ্যা বাড়ে না। ফি বছরই অসংখ্য শিশু বোধ ও বুদ্ধিতে স্কুলের নানান ক্লাসের উপযোগী হয়, অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বার প্রান্তে এসে সীটের অভাবে ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে যায়। শিক্ষার অবরুদ্ধ দোর তাদের জন্য উন্মোচিত হয় না, পৃথিবীর প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে কোমল মনের অবুঝ মানুষের জীবনের প্রারম্ভেই অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়।

অবস্থাটি এমনি করুণ, পুরো জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী এমন কি মার্চ জুড়েও এই ভর্তির উমেদারি চলবে। যেহেতু সংশ্লিষ্টেরা এর কার্যকরী বিহিতের কথা ভাবছেন না, কিংবা ভাবলেও তার কার্যকর প্রমাণ মিলছে না, সেই হেতু ক্রমে শুরু হতে চলেছে অনেক অনুচিত ও অশুভ পন্থা। যেমন চলতি বছরে দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কেবল শিক্ষার্থীর মেধা নয়, তার সঙ্গে আরও একটি শর্ত যোগ করা হচ্ছে, তা হচ্ছে স্কুলের কল্যাণে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোটা আর্থিক অনুদান দেওয়া। দুয়ে দুয়ে মিলে চার হলে তবেই সেই ছাত্রটি ভর্তির ছাড়পত্র পায়।

যারা এমন করছেন, তাঁদের ঘাড়ে তাময়, দায় চাপিয়ে গেল গেল রব তোলাও আদৌ যুক্তির কাজ হবে না। সীমিত সংখ্যক সীটে যখন বিপুল চাপ পড়ে, সেই সঙ্গে অনুরোধ-উপরোধ সীমাহীন হারে যোগ হতে থাকে, বিশেষত তেমন প্রতিষ্ঠানের বিকশিত ও বর্ধিত হওয়ার জন্য যদি কোন মামার জোর না থাকে, তাঁদের তো বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার ও আত্মবিকাশের পথ খুঁজে বের করতেই হবে। তাই অর্থ সমাগমের জন্য যদি তাঁরা এই ভর্তিটাকে মোক্ষম উপায় হিসেবে বেছে নেন, তাঁদের কী বলে ঠোকা ও রোখা যাবে? নিজেদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় যদি বিদ্যালয়ের মান সবার মন আকর্ষণ করে, তেমন প্রতিষ্ঠানের ভেতর ও বাহিরের শ্রীবৃদ্ধির প্রয়াস যদি চলে তাঁদের নিজেদেরই উদ্ভাবিত উপায়ে, তবে কি অন্যায় হবে?

তাই এ বছর দেখা গেছে, আর পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ নয়, সত্যি সত্যি কেউ কেউ সৎ সাহসটি দেখিয়ে বলেই দিচ্ছেন, দাতাদের ছেলেমেয়েদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। অবশ্য এ হচ্ছে কথার ভদ্রতা, বোঝাই যায় পরিষ্কারভাবে, যাঁরা টাকা দিতে সক্ষম হবেন, তাঁদের ওয়ার্ডদের অগ্রাধিকারের নয়, একমাত্র অধিকারের ভিত্তিতেই নিয়ে নেয়া হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, দৃষ্টান্ত দেখে যদি অন্যরাও উৎসাহী হন এবং পরবর্তী বছর থেকে যদি সবাই এ ধরনের সত্য কথা বলতে শুরু করেন এবং সেই মতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে সামগ্রিক অবস্থাটি কি দাঁড়াবে? এতদিন তো ছিল তবু ভালো, ছেলে যদি টিকে যায় পরীক্ষায়—এই আশাটি কাজ করতো অভিভাবকের মনে, কিন্তু এই পদ্ধতিতে কি হবে? এমনভাবে ভর্তি করাতে হলে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে গিয়ে চাঁদা তুলতে হবে। মুরোদ থাকে তো প্রভিডেন্ট ফান্ডের ধার-টার নেয়া যাবে, বরাত ভালো হলে বসের আনুকূল্যে বেতনের মোটা আগামও মিলবে, কিন্তু এতো 'যদি'র পরেও কি প্রয়োজনের বেড়ায় কুলোবে?

না কুলোক, পরিবেশের প্রয়োজনেই নিয়ম নির্ধারিত হবে। আগামী কয় বছরের মধ্যে ব্যাপারটি এই দাঁড়াবে, যেনতেন প্রকারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ডোনার' বনার জন্য রীতিমত হিড়িক পড়ে যাবে। উদর পূর্তির জন্য না হলেও সন্তান ভর্তির জন্য হলেও অঢেল টাকা আমদানীর সঙ্গে আপোস করতে হবে। উৎস যাই হোক, যদি টাকার মালিক হওয়া যায়, আর স্কুলে গিয়ে নিলামের ডাকের দামে সেরা হওয়া যায়, ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়ে যাবে।

(৭-এর ক: দ্র:)